

প্রমঙ্গ কোরবানি
ইমমাইন না ইমহাক উৎসর্গীকৃত কে? ❖

●.....●

বেনজীন খান

১৬ এপ্রিল, ২০০১

উৎসর্গ শব্দটির দুটি দিক আছে। একটি সদর্থক, অপরটি নএর্থক। সদর্থক দিকটি হলো - মানুষ যখন মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, সর্বোপরি জীবন দান করে; এই ত্যাগ তথা জীবন দানকে উৎসর্গ বলে। উৎসর্গের নানা-রূপ রয়েছে যেমন, নবান্নের ফসল, নতুন গাছের ফল, প্রথম উপার্জনের অর্থ- মানুষ অন্যের মাঝে বিলিয়ে দেয়। এগুলো উৎসর্গের সদর্থক দিক।

উৎসর্গের নএর্থক দিক হলো- দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলি দেয়া। পশু জবাই দেয়া। সন্তানের মঙ্গল কামনায় পশু জবাই দেয়া বা আকিকা দেয়া (জানের ছদকা) ইত্যাদি। আবার মৃতজনের আত্মার শান্তি কামনায়ও কখনো কখনো কোনো কোনো সম্প্রদায় বিভিন্ন দরগায়, মসজিদে, মন্দিরে নানা স্থানে নানা প্রকৃতির দ্রব্যাদি দিয়ে থাকে। এগুলোও উৎসর্গের মধ্যে পড়ে। আর এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেমন মৃতজনের আত্মার মঙ্গলার্থে নানা দোয়া, দরুদ, মন্ত্র পাঠ করে; গোরস্থান, শ্মশান, মন্দির, মসজিদের পুরোহিত বরাবর জানিয়ে দেয়া হয়; এটিও একধরনের উৎসর্গ। এমনি উৎসর্গের নানা ধরণ রয়েছে নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যার উল্লেখ করে শেষ করা যাবে না। এক পবিত্র তৌরাত শরীফেই উল্লেখ আছে ১১ ধরণের কোরবানি যেমন, ঢালন কোরবানি (লেবীয় ২৩:১৩), দোলন কোরবানি, দোষ কোরবানি, ধূপ কোরবানি, নিজের ইচ্ছায় করা কোরবানি, গুনাহের কোরবানি, পোড়ানো কোরবানি, প্রথমে তোলা শস্যের কোরবানি, যোগাযোগ কোরবানি, শস্য কোরবানি, সকালবেলার কোরবানি ও সন্ধ্যাবেলার কোরবানি ইত্যাদি।^১

কোরবানি ও তার তাৎপর্য বিষয়ে পবিত্র জবুর শরীফে বলা হয়েছে - ‘ঈমানদারেরা তাহাদের ঈমানের কেবলমাত্র বাহিরের চিহ্ন হিসেবে কোনো কিছু কোরবানি করিত। পশু কোরবানির রক্ত তাহাদের মনে করাইয়া দিত যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে করা গুণাহ ভীষণ খারাপ এবং তাহাদের শাস্তি মৃত্যু। এই সমস্ত কোরবানির মধ্যদিয়া লোকেরা সকলের সামনে তাহাদের গুণাগ স্বীকার করিত যে এবং আল্লাহর মাফ পাইবার সাক্ষ্য দিত।’^২

জবুর শরীফ-এ ১৬ রুকু ৪ আয়াতে ঢালন কোরবানি, ৫৪ রুকু ৬ আয়াতে নিজের ইচ্ছায় করা কোরবানি, ৪০ রুকু ৬ আয়াতে গুনাহের কোরবানি, ২০ রুকু ৩ আয়াতে পোড়ানো কোরবানি, ৫৬ রুকু ১২ আয়াতে যোগাযোগ কোরবানি এবং ১৪১ রুকু ২ আয়াতে

* আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখক বেনজীন খানের ব্যক্তিগত অনুমতি নিয়ে “**পশু কোরবানি একটি বিকল্প প্রস্তাব** (সম্পাদনা : বেনজীন খান) সংস্কার আন্দোলন, ঢাকা, ২০০৫” গ্রন্থ (বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত) থেকে অনুলিখিত।

সকালবেলার কোরবানি ও সন্ধ্যাবেলার কোরবানির কথা উল্লেখ আছে। এরমধ্যে গুনাহের কোরবানি (লেবীয় ইমামরা যে পাঁচটি বিশেষ কোরবানি করতেন এটি ছিল সেগুলোর মধ্যে একটি)। গুনাহ হতে পাক পবিত্র হওয়ার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে নানারকম পশু ও খাবার কোরবানি করা যেতো। এই কোরবানি একজন লোকের পক্ষ হতে অথবা সমস্ত জাতির পক্ষ হতে অথবা সমস্ত জাতির পক্ষ হতে করা যেতো।^১ যা অনেকটা মুসলামানদের ঈদুল আযহার দিনের কোরবানির মতো।

পবিত্র কোরআন-এ কোরবানি সম্পর্কে বলা হয়েছে- ‘আমি তোমাকে কাওসার (ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ) দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য নামায কায়েম কর ও কোরবানি দাও।^২ এছাড়া সূরা সাফফাত : ১০২-১০৮ আয়াত, সূরা বাকারা : ১৯৬-৭ আয়াত, সূরা হজ্জ : ৩৩-৩৭ আয়াত, সূরা মায়িদা : ২ আয়াত ও ৯৭ আয়াতেও কোরবানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা হজ্জ-এর ৩৪নং আয়াতে বলা হয়েছে ‘আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানি নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তারই আজ্বাদীনে থাকো এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও;’^৩

ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, “এই আয়াতের প্রথমেই কোরবানির ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহতা’লা বলিতেছেন যে, এই কোরবানির ক্রিয়া ইসলামের জন্য কোনো অভিনব বিধান নহে। আমি ইহার পূর্ববর্তী প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্যই কোরবানির ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। হযরত ইব্রাহিম, ইয়াকুব ও মূসা প্রভৃতি নবীগণের প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরবানির ব্যবস্থা ছিলো। অগ্নি পূজক, পৌত্তলিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও উৎসর্গ বা বলি দিবার প্রথা পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ ইহা কোনো নতুন বিধি নহে। কোরবানির প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে আল্লাহর নামে পালিত পশু উৎসর্গ করিয়া তৎপ্রতি আত্মসমর্পণ করা। হে রাসূল, তুমি অনুগত ও বিনীত বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দাও যে, এই পবিত্র কার্যের বিনিময়ে তাহাদের জন্য প্রচুর কল্যাণ রহিয়াছে।”^৪ অপর এক ব্যাখ্যাকারী বলেছেন- ‘আয়াতটি দুই প্রকার অর্থ বহণ করে এর মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো কোরবানির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইতেছে কল্পিত আদর্শ এমনকি প্রাণ ও সম্মান আল্লাহতা’লার জন্য ত্যাগ করত : তাহার তৌহিদ অর্থাৎ একত্ব উপলব্ধি করা এবং ঘোষণা করা। ইসলাম ধর্মে কোরবানির ধারণা, ক্রুদ্ধ দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করা নহে, অথবা কাহারও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাও নহে; বরং আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর পথে ব্যক্তির সমস্ত কিছুর কোরবানি করা।’^৫ আমার অভিমত - কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের জাগতিক সকল প্রকার কথিত প্রতিষ্ঠার; আকাজ্জার কোরবানি দেয়া; বা বিলোপ ঘটানোই কোরবানি।

মুসলিম বিশ্বাস অনুযায়ী মানব জাতির মধ্যে সর্ববৃহৎ উৎসর্গ অনুষ্ঠান হলো মুসলমানদের ‘কোরবানি’ আর এই কোরবানির বিধান চালু হয়েছে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। ইব্রাহিম (আঃ) ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের সকলেরই আদি পিতা। কিন্তু দুনিয়ায় শুধুমাত্র মুসলমানেরা এই কোরবানির স্মৃতি বিজারিত উৎসব পালন করেন এবং পশু কোরবানি দিয়ে থাকেন।

মুসলমানদের ভাষায় অর্থাৎ পবিত্র গ্রন্থ কোরআন অনুযায়ী পৃথিবীতে মানুষের ওপরে নাজিল হওয়া আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে ৪টি মাত্র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ- তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন। আমরা দেখতে পাই, ৪টি কিতাবেরই ইব্রাহিম এর নিকট আল্লাহর চাওয়া অনুসারে তাঁর (ইব্রাহিমের) একমাত্র প্রিয় সন্তানকে উৎসর্গ করতে যাওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো - প্রাচীন ৩টি গ্রন্থে (তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল শরীফ) বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ তার হাবিব হযরত ইব্রাহিমকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় বস্তুকে কোরবানি দেয়ার জন্য এবং ইব্রাহিমের প্রিয় বস্তু ছিলো তাঁর আদরের দুলাল একমাত্র সন্তান হযরত ইসহাক (আঃ)। ইব্রাহিম, সন্তান ইসহাককে কোরবানি দিতে গিয়েছিলেন।’^{১০} অথচ আসমানী কিতাব (?) পবিত্র কোরআন অনুসারীরা দাবি করছে - ‘আল্লাহ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তার প্রিয় বস্তু ইসমাইলকে কোরবানি দিতে।’^{১১}

তাহলে ইসমাইল না ইসহাক কোরবানির পাত্র কে ছিলেন? কেনো না ৩টি কিতাবে যেহেতু বলা হচ্ছে হযরত ইসহাকই ছিলেন কোরবানির পাত্র এবং একটি মাত্র কিতাবের অনুসারীদের দাবী, ‘হযরত ইসমাইলকে আল্লাহর কোরবানির বস্তু হিসেবে চেয়েছিলেন।’

এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে হলে বলতে হয়, মুসলমানদের দাবিই সত্য; ইসমাইলই ছিলেন কোরবানির পাত্র।

তবে কি, বাকি কিতাবসমূহের দাবি মিথ্যা?

আমাদের এখন ইতিহাসে যেতে হবে। সে ইতিহাসই হোক, অথবা মিথ-ই হোক কিরূপে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কিতাবসমূহে তা পাঠ করলেই আমাদের কাছে খুবই পরিষ্কার হয়ে যাবে - কোরবানির পাত্র কাকে হওয়ার কথা ছিলো। আমি এখানে পবিত্র ইঞ্জিল শরীফ থেকে মাত্র কিছু লাইন পাঠ করছি; এই জন্য যে, এখানে দেখানো হয়েছে ইসহাকই ছিলেন কোরবানির পাত্র। যেমন বলা হয়েছে - “ যদিও সারার সন্তান হইবার বয়স পার হইয়া গিয়াছিল তবুও বিশ্বাসের জন্যই তিনি গর্ভে ধরিবার শক্তি পাইয়াছিলেন, এই জন্য, বয়সের দরুন অকেজো দেহ লইয়াও ইব্রাহিম আসমানের তারার মত এবং সাগর পারের বালির মত অসংখ্য সন্তানের পিতা হইয়াছিলেন।” (১৯শ খন্ড : ইব্রানী ১১:১১-১২)।^{১০} এবং “ ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করিবার সময়ে তিনি খোদার উপর বিশ্বাসের জন্যই ইসহাককে কোরবানি দিয়াছিলেন। যাঁহার নিকট খোদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তিনিই তাঁহার একমাত্র পুত্রকে কোরবানি দিতে যাইতেছিলেন। এই সেই ছেলে যাঁহার বিষয়ে খোদা বলিয়াছিলেন - ‘ইসহাকের বংশকেই তোমার বংশ বলিয়া ধরা হইবে।’ ইব্রাহিম তাঁহাকে কোরবানি দিতে রাজি হইলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, খোদা মৃতকে জীবিত করিতে পারেন। আর বলিতে কি, ইব্রাহিম’ত মৃত্যুর দুয়ার হইতেই ইসহাককে ফিরিয়া লইয়াছিলেন।” (১৯শ খন্ড : ইব্রানী ১১:১৭-১৯)।^{১১} এখন আমাদের পাঠ করতে হবে তৌরাত শরীফে বর্ণিত ইসমাইল ও ইসহাকের জন্ম বৃত্তান্ত ও কোরবানির ঘটনা : বলা হয়েছে - “ ইব্রাহিমের স্ত্রী সারীর তখনও কোনো ছেলেমেয়ে হয় নাই। হাজেরা নামের তাঁহার একজন মিশরীয় বান্দী ছিল। একদিন সারী ইব্রাহিমকে বলিলেন, ‘দেখ, মাবুদ আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন। সেইজন্য তুমি আমার বান্দীর নিকট যাও। হয়ত তাহার মধ্য দিয়া আমি সন্তান লাভ করিব।’ ইব্রাহিম সারীর

কথায় রাজী হইলেন। তাই কেনান দেশে ইব্রাহিমের দশ বৎসর কাটিয়া যাইবার পরে সারী তাঁহার মিশরীয় বান্দী হাজেরার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। ইব্রাহিম হাজেরা নিকটে গেলে পর সে গর্ভবতী হইল। যখন সে বুঝিতে পারিল যে, সে গর্ভবতী হইয়াছে তখন সে তাহার বেগম সাহেবাকে তুচ্ছ করিতে লাগিল। ইহাতে সারী ইব্রাহিমকে বলিলেন, ‘আমার প্রতি তাহার এই অন্যায়ের জন্য আসলে তুমিই দায়ী। আমার বান্দিকে আমি তোমার বিছানায় তুলিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু সে এখন গর্ভবতী হইয়াছে জানিয়া সে আমাকে তুচ্ছ করিতে শুরু করিয়াছে।জবাবে ইব্রাহিম সারীকে বলিলেন, ‘দেখ তোমার বান্দী তো তোমার হাতেই আছে। তোমার যাহা ভাল মনে হয় তাহার প্রতি তুমি তাহাই কর।’ তখন সারী হাজেরার প্রতি এমন নির্ভর ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, হাজেরা তাহার নিকট হইতে পালাই গেল। পথে মরুভূমির মধ্যে একটি পানির ফোয়ারার নিকট মাবুদের ফেরেশতা হাজেরাকে দেখিতে পাইলেন। ফোয়ারাটি ছিল শূর নামে একটি জায়গায় যাইবার পথে। ফেরেশতা বলিলেন, ‘সারীর বান্দী হাজেরা, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ আর কোথায় বা যাইতেছ? জবাবে হাজেরা বলিলেন, ‘আমি আমার বেগম সাহেবা সারীর নিকট হইতে পালাইয়া যাইতেছি।’

তখন মাবুদের ফেরেশতা বলিলেন, ‘তোমার বেগম সাহেবার নিকটে ফিরিয়া গিয়া আবার তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়া লও।’ তিনি তাঁহাকে আরো বলিলেন, ‘আমি তোমার বংশের লোকদের সংখ্যা এমন বাড়াইয়া তুলিব যে, তাহাদের সংখ্যা গণনা করিয়া শেষ করা যাইবে না।’

মাবুদের ফেরেশতা হাজেরাকে আরো বলিলেন -

‘দেখ তুমি গর্ভবতী

তোমার একটি ছেলে হইবে।

আর সেই ছেলেটির নাম তুমি ইসমাইল রাখিবে, কারণ তোমার দুঃখের কান্নায় মাবুদ কান দিয়েছেন।

এই কথা শুনিয়া হাজেরা মনে মনে বলিলেন, আমি কি তাহা হইলে সত্যই তাহাকে দেখিলাম যাঁহার চোখের সামনে আছি? মাবুদ, যিনি হাজেরার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া হাজেরা তখন বলিলেন, ‘তুমি আল্লাহ যাঁহার চোখের সামনে আমি আছি।’

..... পরে হাজেরার একটি ছেলে হইল, আর ইব্রাহিম ছেলেটির নাম দিলেন ইসমাইল।

ইব্রাহিমের ৮৬ বৎসর বয়সে ইসমাইলের জন্ম হইয়াছিল।” (পয়দায়েশ ১৬ :১৬)।^{১২}

অপরদিকে আল্লাহ ইব্রাহিমের ^{১০} সামনে ওয়াদা করেছিলেন, হযরত ইসহাক (আঃ) এর জন্মের বিষয়ে।

“আল্লাহ ইব্রাহিমকে আরও বলিলেন, ‘তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিবে না। তাহার নাম হইবে সারা। আমি তাহাকে রহমত করিয়া তাহারই মধ্য দিয়া একটি পুত্র সন্তান দিব। আমি তাহাকে আরও রহমত দান করিব যাহাতে সে অনেক জাতির এবং তাহাদের বাদশাহদের আদিমাতা হয়।’

এই কথা শুনিয়া ইব্রাহিম উবুড় হইয়া পড়িলেন এবং হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, ‘তাহা হইলে সত্যই ১০০ বৎসরের বৃদ্ধ লোকের সন্তান হইবে, আর তাহা হইবে ৯০ বৎসরের স্ত্রীর গর্ভে!’ পরে ইব্রাহিম আল্লাহকে বলিলেন, ‘আহা, ইসমাইলই যেনো তোমার দয়ায় বাঁচিয়া থাকে! তখন আল্লাহ বলিলেন, ‘তোমার স্ত্রী সারা সত্যই ছেলে হইবে। আর তুমি তাহার নাম

রাখিবে ইসহাক। তবে ইসমাইল সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে তাহা আমি শুনিলাম। শুন, আমি তাহাকেও রহমত দান করিব এবং অনেক সন্তান দিয়া তাহার বংশের লোকদের সংখ্যা অনেক বাড়িইয়া দিব। সেও বারোজন গোষ্ঠীর নেতার আদিপিতা হইবে এবং তাহার মধ্যে হইতে আমি একটি মহাজাতি গড়িয়া তুলিব। কিন্তু ইসহাকের জন্যই আমি আমার ব্যবস্থা চালু রাখিব। আগামী বৎসর ওই সময়ে সে সারার কোলে আসিবে।” (পয়দায়েশ ১৬:১৫-২১)।^{১৪}

“মাবুদ তাঁহার কথামতই সারার দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তিনি তাঁহার জন্য যাহা করিবেন বলিয়া ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা করিলেন। ইহাতে সারা গর্ভবতী হইলেন। ইব্রাহিম সারার গর্ভের এই সন্তানের নাম রাখিলেন ইসহাক। ইব্রাহিমের বয়স যখন ১০০ বৎসর তখন তাঁহার ছেলে ইসহাকের জন্ম হইয়াছিলো। সারা বলিয়াছিলেন, ‘আল্লাহ আমার মুখের হাসি ফুটাইলেন, আর সেই কথা শুনিয়া অন্যের মুখেও হাসি ফুটিবে।’ তিনি আরও বলিয়াছিলেন, ‘সারা যে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াবে এই কথা ইহার আগে কে ইব্রাহিমকে কে বলিতে পারিত? অথচ তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সেই তাঁহার সন্তান আমার কোলে আসিল।’” (পয়দায়েশ ২১:৭)।

“ইসহাক বড় হইলে পর যেদিন তাহাকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হইল সেইদিন ইব্রাহিম একটি ভোজ দিলেন। সারা দেখিলেন, মিশরীয় হাজেরার গর্ভে ইব্রাহিমের যে সন্তানটি জন্মায়াছে সে ইসহাককে লইয়া তামাশা করিতেছে এই অবস্থা দেখিয়া তিনি ইব্রাহিমকে বলিলেন, ‘ছেলেশুদ্ধ ঐ বান্দীকে বাহির করিয়া দাও, কারণ ঐ ছেলে আমার ইসহাকের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তির ওয়ারিশ হইতে পারিবে না।’

ছেলে ইসমাইলের এই ব্যাপার লইয়া ইব্রাহিমের মনের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ তাঁহাকে বলিলেন, “তোমার বান্দী ও তাহার ছেলেটির কথা ভাবিয়া তুমি মন খারাপ করিও না। সারা তোমাকে যাহা বলিতেছে তুমি তাহাই কর, কারণ ইসহাকের বংশকেই তোমার বংশ বলিয়া ধরা হইবে। তবে সেই বান্দীর ছেলের মধ্য দিয়াও আমি একটি জাতি গড়িয়া তুলিব, কারণ সেও তো তোমার সন্তান।” (পয়দায়েশ ২১:৮-১৩) ^{১৫}

তখন ইব্রাহিম ফজরে উঠিয়া কিছু খাবার আর পানিতে ভরা একটি চামড়ার থলি হাজেরার কাঁধে তুলিয়া দিলেন। তারপর ছেলেটিকে তাঁহার হাতে দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। সেই জায়গা হইতে বাহির হইয়া হাজেরা শেবার মরণভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। থলির পানি যখন শেষ হইয়া গেল তখন তিনি ছেলেটিকে একটি ঝোপের নীচে শোয়াইয়া রাখিলেন। তারপর তিনি একটি তীর ছুঁড়িলে যতদূর যায় আনুমানিক ততোটা দূরে গিয়া বসিয়া রইলেন। ‘ছেলেটির মৃত্যু যেন আমাকে দেখিতে না হয়’, মনে মনে এই কথা বলিয়া সেখানেই বসিয়াই তিনি জোরে জোরে কাঁদিতে লাগিলেন। ছেলেটি কান্না কিন্তু আল্লাহর কানে গিয়া পৌঁছাইল। তখন আল্লাহর ফেরেশতা বেহেশত হইতে হাজেরাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘হাজেরা তোমার কি হইয়াছে? ভয় করিও না, কারণ ছেলেটি যেখানে আছে সেই জায়গা হইতেই তাহার কান্না আল্লাহর কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। তুমি উঠিয়া ছেলেটিকে তুলিয়া শান্ত কর, কারণ আমি তাহার মধ্যে একটি মহাজাতি গড়িয়া তুলিব।’ তারপর আল্লাহ হাজেরার চোখ খুলিয়া দিলেন; তাহাতে তিনি একটি পানিতে ভরা কুয়া দেখিতে পাইলেন। সেই কুয়ার নিকটে গিয়া তিনি তাহার চামড়ার থলিটা ভরিয়া লইয়া ছেলেটিকে পানি

খাওয়াইলেন। আল্লাহ সেই ছেলেটির হেফাজত করিতে থাকিলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। (পয়দায়েশ ২১:১৪-২০)^{১৬}

“এই সমস্ত ঘটনার পরে আল্লাহ ইব্রাহিমকে এক পরীক্ষায় ফেলিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে ডাকিলেন, ‘ইব্রাহিম’। ইব্রাহিম জবাব দিলেন, ‘এই যে আমি।’
আল্লাহ বলিলেন, ‘তোমার এই যে অদ্বিতীয় ছেলে ইসহাক, যাহাকে তুমি এত মহব্বত কর, তাহাকে লইয়া তুমি মোরিয়া এলাকায় যাও। সেখানে যে পাহাড়টির কথা আমি তোমাকে বলিব তাহার উপর তুমি তাহাকে পোড়ানো-কোরবানি হিসেবে কোরবানি দাও।’
সেই জন্য ইব্রাহিম ফজরে উঠিয়া একটি গাধার পিঠে গদি চাপাইলেন। তারপর তাহার ছেলে ইসহাক ও দুজন গোলামকে সঙ্গে লইলেন, আর পোড়ানো কোরবানির জন্য কাঠ কাটিয়া লইয়া যে জায়গার কথা আল্লাহ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন সেইদিকে রওনা হইলেন। তিন দিনের দিন ইব্রাহিম চোখ তুলিয়া চাইতেই দূর হইতে সেই জায়গাটি দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি তাঁহার গোলামদের বলিলেন, ‘তোমরা গাধাটি লইয়া এখানেই থাক; আমার ছেলে আর আমি এখানে যাইব। এখানে আমাদের এবাদত শেষ করিয়া আবার আমরা তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিব।’
এই কথা বলিয়া ইব্রাহিম পোড়ানো কোরবানির জন্য কাঠের বোঝাটা তাঁহার ছেলে ইসহাকের কাঁধে চাপাইয়া দিয়া নিজে আগুনের পাত্র ও ছোরা লইলেন। তারপর তাহারা দুইজন একসঙ্গে হাঁটিতে লাগিলেন। তখন ইসহাক তাঁহার পিতা ইব্রাহিমকে ডাকিলেন, ‘আব্বা।’

ইব্রাহিম বলিলেন, ‘জ্বী আব্বু, কি বলিতেছ?’

ইসহাক বলিলেন, ‘পোড়ানো-কোরবানির জন্য কাঠ আর আগুন রহিয়াছে দেখিতেছে, কিন্তু বাচ্চা ভেড়া কোথায়?’

ইব্রাহিম বলিলেন, ‘আব্বু পোড়ানো-কোরবানির জন্য আল্লাহ নিজেই বাচ্চা ভেড়া যোগাইয়া দিবেন।’ এই সমস্ত কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা আগাইয়া গেলেন।

যে জায়গার কথা আল্লাহ ইব্রাহিমকে বলিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা সেখানে গিয়া পৌঁছাইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া ইব্রাহিম একটি কোরবানিগাহ তৈরি করিয়া তাহার উপর কাঠ সাজাইলেন। পরে ইসহাকের হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে সেই কোরবানিগাহের কাঠের উপর রাখিলেন। তারপর ইব্রাহিম ছেলেটিকে জবাই করিবার জন্য ছোরা হাতে লইলেন। এমন সময় মাবুদের ফেরেশতা বেহেশত হইতে তাঁহাকে ডাকিলেন, ‘ইব্রাহিম, ইব্রাহিম।’

ইব্রাহিম জবাব দিলেন, ‘এই যে আমি।’

ফেরেশতা বলিলেন, ‘ছেলেটিকে জবাই করিবার জন্য হাত তুলিও না বা তাহার প্রতি আর কিছুই করিও না। তুমি যে খোদাভক্ত তাহা এখন বোঝা গেল, কারণ আমার নিকট তুমি তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলেকেও কোরবানি দিতে পিছপা হও নাই।’ ইব্রাহিম তখন চারিদিকে তাকাইলেন এবং দেখিলেন তাঁহার পিছনে একটি ভেড়া রহিয়াছে আর তাহার শিং ঝোপে আটকাইয়া আছে। তখন ইব্রাহিম গিয়া ভেড়াটি লইলেন ছেলের বদলে সেই ভেড়াটিকে তিনি পোড়ানো কোরবানির জন্য ব্যবহার করিলেন।” (পয়দায়েশ ২২:১৩)।^{১৭}

এখন আমরা আলোচনা করবো, ইসমাইল এর জন্ম, ইব্রাহিমের স্বপ্ন দর্শন ও কোরবানি বিষয়ক মুসলমানের বিশ্বাস আচ্ছৃত কাহিনীসমূহ। এখানে তৌরাতে বর্ণিত কাহিনীর

পাশাপাশি পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত কাহিনীর কথা না বলে ‘মুসলামানের বিশ্বাস আচ্ছূত কাহিনী’ বাক্যটি উচ্চারণ করলাম এইজন্যই যে, কোরআন শরীফে এতদবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ নেই, যেমনটা তৌরাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি পবিত্র কোরআনে কোথাও একথা স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, ‘তোমার প্রিয় বস্তু ইসমাইলকে কোরবানি দাও’। এমনকি একথাও উল্লেখ নেই যে, ইসমাইলই ছিলেন হযরত ইব্রাহিমকে দেয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুত্র।’

বরং পবিত্র কোরআনে হযরত ইসহাকের জন্ম বিষয়ে এভাবেই বলা হয়েছে, “ সে (ইব্রাহিম) বললো : তোমরা স্বহস্তে নির্মিত পাথরের পূজা করা কেনো? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমারা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বললো : এর জন্যে একটি ভিত নির্মাণ কর এবং অতঃপর তাকে আগুনের স্তূপে নিষ্ক্ষেপ কর। তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র আঁটতে চাইল কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম। সে বললো : আমি আমার পালনকর্তার দিকে চাইলাম, তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন। হে আমার পরওয়ারদেগার। আমাকে একসৎপুত্র দান কর। সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ করলাম” (সূরা আস সাফফাত, ৯৫-১০১)।^{১৮} “ তাঁর স্ত্রীও নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেললো। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবেরও। সে বলল, কি দুর্ভাগ্য আমার! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্বাক্যের শেষপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এতো ভারী আশ্চর্য কথা!” (সূরা হুদ, ৭১-৭২)।^{১৯} অন্য আর এক সূরায় বলা হয়েছে, “ অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল : তারা বলল, ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটি জ্ঞানীশুণী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। অতঃপর তাঁর স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বলল, আমি তো বৃদ্ধ, বন্ধ্যা। তারা বলল, তোমার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ” (সূরা আয-যারিয়াত, ২৮-৩০)।^{২০} পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে, “ আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম” (সূরাই মারইয়াম, ৪৯ আয়াত)^{২১}, “আমি তাকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শক করেছি” (সূরা আল-আনআম, ৮৪ আয়াত)^{২২}, “আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, সে সৎকর্মীদের মধ্য থেকে একজন নবী” (সূরা আস সাফফাত, ১১২ আয়াত)^{২৩}, “আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরস্কারস্বরূপ দিলাম ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্ম পরায়ণ করলাম” (সূরা আশ্বিয়া ৭২ আয়াত)^{২৪}, “আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও ফিতার রাখলাম” (সূরা আল-আনকাবুত, ২৭ আয়াত)।^{২৫}

এভাবে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত ইব্রাহিমের সন্তান আকাজ্জা, এবং তাঁর স্ত্রীর বার্বাক্য ও বাবাবস্তুর কথা; অতঃপর অসময়ে পুত্র সন্তানদানের প্রতিশ্রুতির কথা; আর যতবার উচ্চারিত হয়েছে ইসহাক-এর জন্মের সুসংবাদের কথা; তার সামান্যও উচ্চারিত হয়নি, ইসমাইল-এর জন্মের সুখবর ও বৃত্তান্ত। কেবলমাত্র এই আয়াত ছাড়া, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে এই বার্বাক্যে ইসমাইল ও ইসহাক দান করেছেন নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন।” (সূরা ইব্রাহিম, ৩৯ আয়াত)।^{২৬}

এখন দেখা যাক, কোরবানি বিষয়ে কোরআনের আয়াতে কি বলা হয়েছে, বলা হয়েছে -

“অতঃপর ‘সে’ যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহিম তাকে বলল : বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে জবাই করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বলল পিতঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ছবরকারী পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহিম তাকে জবাই করার জন্যে শায়িত করল, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম : হে ইব্রাহিম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম জবাই করার জন্যে এক মহান জন্তু।” (সূরা আস সাফফাত, ১০২-১০৭ আয়াত)।^{২৭}

এতটুকুই হলো, কোরবানি বিষয়ে কোরআন। এখানে এই ‘সে’ কে? ইব্রাহিমের কোন্ ছেলে-ইসমাইল না ইসহাক? কোরআনে সে ভেদ ভাঙ্গা হয়নি। ফলে বিতর্ক রয়ে গেছে ইসমাইল না ইসহাক, কোরবানির পাত্র কে ছিলেন তা নিয়ে। এ বিতর্কের বয়সকাল তাই কোরআনের বয়সকালের মতই প্রাচীন।

কোরআনে সূরা আস সাফফাত এর ১০০-১১৩ আয়াতসমূহে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর জীবনালেখ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনাই ছিলো হযরত ইব্রাহিমের কোরবানি প্রসঙ্গ : “দেশবাসীর তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েই তিনি বলেছিলেন, ‘আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের দিকে চললাম।’ সেখানে আমি তাঁর এবাদত করতে পারব। সে মতে তিনি পত্নী সারা ও ভাগিনেয় হযরত লুতকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে সিরিয়ায় পৌঁছলেন। তখনো পর্যন্ত হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর কোন সন্তান ছিলো না। তাই তিনি দোয়া করলে, ‘পরওয়ারদেগার আমামকে সৎপুত্র দান কর।’ তাঁরই এই দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহতালা এক পুত্রের সুসংবাদ দেন। ‘অতঃপর আমি সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।’ এ পুত্রের জন্ম লাভের ঘটনা এই : হযরত সারা যখন দেখলেন যে, তাঁর গর্ভে কোনো সন্তান হচ্ছে না, তখন তিনি নিজেকেই বন্ধ্যাই মনে করলেন। এদিকে মিসরের সম্রাট ফেরাউন তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযরত সারার খেদমতের জন্য দান করেছিলেন (!)^{২৮} হযরত সারা হাজেরাকে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর খেদমতে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। এ হাজেরার গর্ভেই এ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তার নাম রাখলেন ইসমাইল। অতঃপর যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহিম (আঃ) বললেন : বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে জবাই করছি।’ এই স্বপ্ন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) উপর্যুপরি তিনদিন দেখানো হয়। অর্থাৎ অনেক কামনা বাসনা ও দোয়া প্রার্থনার পর পাওয়া এই প্রাণপ্রতিম পুত্রকে কোরবানি করার নির্দেশ এমন সময় দেয়া হয়েছিল, যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল এবং লালন পালনে দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় হয়েছিল আপদে বিপদে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর। সে সময় হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বয়স ছিল তের বছর। ‘অতএব তুমি ভেবে দেখ তোমার অভিমত কি?’ পুত্র জবাব দিলেন : ‘পিতাঃ আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সেরে ফেলুন।’ তিনি নিজের পক্ষ থেকে পিতাকে আশ্বাসও দিলেন যে, ‘ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ছবরকারীদের মধ্যে পাবেন।’ ‘যখন তাঁরা উভয়েই নত হয়ে গেলেন।’ অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশের সামনে নত হয়ে পিতা পুত্রকে জবাই করতে এবং পুত্র জবাই হতে সম্মত হলেন। অবশেষে পিতা-পুত্র উভয়ে যখন

এই অভিনব এবাদত উদযাপন করার উদ্দেশ্যে কোরবানগাহে পৌঁছলেন, তখন ইসমাইল (আঃ) পিতাকে বললেন, পিতঃ : আমাকে শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশ ছটফট করতে না পারি। আমার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে। এতে আমার সওয়াব হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া রক্ত দেখলে আমরা মা অদিক ব্যাকুল হবেন। আপনার ছুরিটাও ধার দিয়ে নিন এবং তা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন যাতে আমার আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিয়ে যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা সন্তুষ্ট পাবেন। একমাত্র পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা যে কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত ইব্রাহিম (আঃ) দৃঢ়তার অটল পাহাড় হয়ে জওয়াব দিলেন : বৎস, আল্লাহ্ নির্দেশ পালন করার জন্যে তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছে। অতঃপর তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাকে বেঁধে নিলেন। ইব্রাহিম (আঃ) তাকে সোজা কররে শুইয়ে দিলেন, কিন্তু বার বার ছুরি চালানো হত্তেও গলা কাটছিল না। কেনোনা আল্লাহতায়াল্লা স্বীয় কুদরতে পিতলের এক টুকরো মাঝখানে অন্তরায় করে দিয়েছিলেন। তখন পুত্র নিজেই আবদার করে বললেন, পিতা আমাকে কাত করে শুইয়ে দিন। কারণ আমার মুখমন্ডল দেখে আপনার মধ্যে পৈতৃক স্নেহ উথলে উঠে। ফলে গনা সম্পূর্ণ কাটা হয় না। এছাড়া ছুরি দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। সে মতে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাকে এভাবে ছুরি চালাতে থাকেন। (অতঃপর) “আমি তাকে ডেকে বললাম : হে ইব্রাহিম তুমি স্বপ্নকে স্ত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ।’ এখন এই পরীক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তাকে ছেড়ে দাও। “আমি জবাই করার জন্যে এক মহান জীব এর বিনিময়ে দিলাম।’ হযরত ইব্রাহিম উপরোক্ত গায়েবী আওয়াজ শুনে উপরের তাকালে হযরত জিব্রাইলকে একটি ভেড়া নিয়ে দাঁড়ানো দেখলেন। মোট কথা, এ জান্নাতী ভেড়া হযরত ইব্রাহিম (আঃ)কে দেয়া হলে তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কোরবানি করলেন।”^{২৫}

এখন নিশ্চয়ই আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে গোটা কোরবানির কাহিনী এবং সেই সাথে নিশ্চয় কোনোভাবেই বেগ পেতে হবে না, আসলে ইব্রাহিমের দুই পুত্র রক্তের মধ্যে আল্লাহ কাকে কোরবানি করতে আদেশ করেছিলেন। যদিও তৌরাতের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ ইসহাককেই কোরবানি করতে আদেশ করেছিলেন এবং ‘হযরতে বহু প্রসিদ্ধ সাহাবা এবং কতিপয় প্রাচীন তফসীরকার এই মত সমর্থন করেছেন (তৌরাত ও এবন-জরীর)।^{২৬} তথাপিও এটিই সত্য, আর তা হলো হযরত ইসমাইলই ছিলেন কোরবানির পাত্র। কেননা ইব্রাহিম স্বপ্নাদিষ্ট হচ্চেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ১০০ বছর, আর হাজেরাপুত্র ইসমাইলের বয়স ছিলো ১৩ বছর, ইসহাক তখন সদ্য নবজাতক শিশু মাত্র। আর এই ১৩ বছর ইব্রাহিম স্ত্রী সারা ইসমাইলই ছিলেন ইব্রাহিমের একমাত্র প্রিয়পুত্র। আমরা তৌরাত শরীফে দেখি ইব্রাহিম স্ত্রী সারা ইসমাইলের জন্মের ১৩ বছর পর সন্তানের (ইসহাক) জননী হওয়া মাত্রই নানা কারণে যেমন তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছেন বিবি হাজেরার ওপর তেমনি পুত্র ইসমাইলের ওপর। তিনি (সারা) ইব্রাহিমকে বললেন, “ছেলেসুদ্ধ ঐ বান্দীকে বাহির করিয়া দাও, কারণ ঐ ছেলে আমার ইসহাকের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তির ওয়ারিশ হইতে পারিবে না।” (পয়দায়েশ, ২১:১০)।^{২৭} সুতরাং কোরবানি দিতে হবে হযরত ইসমাইলকে এ ছিলো অনেকটাই সেই সময়ের রায়।

তাহলে অপরাপর পবিত্র গ্রন্থসমূহে হযরত ইসহাকই কোরবানির পাত্র ছিলেন - এ দাবি করার কারণ কি?

কারণ হলো, প্রথমতঃ অপরাপর গ্রন্থসমূহের ধারক ছিলেন যথাক্রমে মূসা, দাউদ, সোলায়মান এবং ঈসা। আর তাঁরা সকলেই ইসহাকের বংশধর তথা উত্তরসূরি; এবং ইসহাকের মা'ই ছিলেন ইব্রাহিমের প্রকৃত স্ত্রী, তাদের ভাষায় - “ ইব্রাহিমের দুইজন ছেলে ছিল, তাহাদের একজনের মা ছিল বাঁদি ও আর একজনের মা ছিলেন ইব্রাহিমের আসল ‘স্বাধীন’ স্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই সেই বাঁদির সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু যিনি ‘স্বাধীন’ ছিলেন তাহার সন্তানটি খোদার প্রতিজ্ঞার ফলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।” (গালাতীয় ৪:২২-২৩)।^{৩২} “তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আমরা বাঁদির সন্তান নই, বরং আমরা ‘স্বাধীন’ স্ত্রীর সন্তান” (গালাতীয় ৪:৩১)।^{৩৩}

অর্থাৎ তারা বিবি হাজেরাকে ইব্রাহিমের স্ত্রীর মর্যাদা দিতেও রাজি নয়; আর সেই সাথে রাজি নয় বাঁদির সন্তান ইসমাইলকে পিতা ইব্রাহিমের সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দিতে। ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে -

“বাঁদি ও তাহার ছেলেকে বাহির করিয়া দাও

কারণ বাঁদির ছেলে কোনোমতেই

‘স্বাধীন’ স্ত্রীর ছেলের সঙ্গে

পিতার সম্পত্তির ভাগ পাইবে না।” (গালাতীয় ৪:৩০)^{৩৪}

সুতরাং যেহেতু তারা ইব্রাহিমের পুত্র বলতে শুধুমাত্র ইসহাককেই স্বীকার করে সেহেতু কোরবানির পাত্র বলতে তারা ইব্রাহিমের একমাত্র পুত্র (!) ইসহাককেই ধরে নেয়। দ্বিতীয় কারণ হলো - তাদের রয়েছে মানসিক হীনমন্যতা। আর তা হলো, আল্লাহর মনোনীত উৎসর্গকর্তার উত্তরাধিকার না হতে পারার। সে কারণেই ইব্রাহিমের স্বপ্নের অলঙ্কারে সাজাতে চেয়েছে ইসহাককে। আর এর জন্য তাদের যা করতে হয়েছে তা হলো “বাইবেলে মারওয়া” পাহাড়কে “মোরিয়া” বলে উল্লেখ করতে হয়েছে এবং ইসমাইলের নামের স্থলে ইসহাক বসাতে হয়েছে। “মারওয়া” মন্দির অদূরে একটি পাহাড়, যেখানে ইব্রাহিম তদীয় শিশু পুত্র ইসমাইলসহ হাজেরাকে আল্লাহর ইচ্ছায় ছেড়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নদৃষ্ট কোরবানি তো তখনই এক হিসেবে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, যখন হযরত ইব্রাহিম স্ত্রী হাজেরা ও শিশু পুত্র ইসমাইলকে মন্দির ধুঁ-ধুঁ উপত্যকায় আশ্রয়হীন অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন।^{৩৫} আর সে কারণেই অপরাপর পবিত্র গ্রন্থসমূহে কোরবানির কাহিনীতে সংযুক্ত হয়েছে ইসমাইলের পরিবর্তে ইসহাক।

অপরদিকে ইসমাইল-এর বংশে পয়গম্বর এসেছেন একজন তিনি হলেন - মোহাম্মদ।

তিনিই প্রথম পুরুষ যিনি ইতিহাসের উত্তম মরু বালু রাশির স্তম্ভ সরিয়ে বের করে এনেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন কাহিনীতে, মিথে, ইতিহাসে সর্বোপরি ধর্মীয় বিশ্বাসে বিবি হাজেরার স্ত্রীর অধিকার আর প্রতিষ্ঠিত করেছেন হযরত ইসমাইলের পুত্রত্বের দাবি। আর একই সাথে জগৎ অর্জন করেছে এক রহস্যময় রূপক কাহিনী - মিথ অথবা ইতিহাস; অতঃপর পবিত্র ধর্মীয় অনুভূতি।

তথ্যসূত্র :

১. তৌরাত শরীফ (বাংলা অনুবাদ), বিবিএস, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৫৭৭-৭৯।
২. জবুর শরীফ (বাংলা অনুবাদ), বিবিএস, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ২৬৯।
৩. ঐ ; পৃষ্ঠা ২৬৯।
৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ; কোরআন সূত্র, বাংলা একাডেমী; ঢাকা, ১৯৮৪ পৃষ্ঠা ২৬২।
৫. পবিত্র কোরআনুল করিম ; অনুবাদক : মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, পোঃ বক্স নং ৩৫৬১ মদীনা মোনাওয়ারা, পৃষ্ঠা ৯০১।
৬. কোরআন শরীফ, অনুবাদক : মোহাম্মদ আলী হাসান, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা (পূর্ব পাকিস্তান), পৃষ্ঠা ১০৬৫।
৭. কুরআন মজীদ ; আহমদীয়া মুসলিমজামাত ; বাংলাদেশ ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৬৯০।
৮. তৌরাত শরীফ (পয়দায়েশ, ২২-১৯), বাংলা অনুবাদ, বিবিএস, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৬০-৬২ এবং ইঞ্জিল শরীফ (১৯শ খন্ড : ইব্রানী ১১:১৯), বাংলা অনুবাদ, বিবিএস, ঢাকা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৬১৬।
৯. পবিত্র কুরআনুল করীম (সূরা আস সাফফাত ১০০-১১০) ; ঐ পৃষ্ঠা ১১৪৯ এবং তফসির ; পুত্র কোরবানির ঘটনা : ৯৯-১১৩। পৃষ্ঠা ১১৫১।
১০. ইঞ্জিল শরীফ (বাংলা অনুবাদ), বিবিএস, ঢাকা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৬১৫।
১১. ঐ, পৃষ্ঠা ৬১৫।
১২. তৌরাত শরীফ, ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪।
১৩. টিকা : এখন থেকে আর ইব্রাম বলে ডাকা হবে না বরং ডাকা হবে ইব্রাহিম বলে- ইব্রাম নামের অর্থ 'মহান পিতা' এবং ইব্রাহিম নামের অর্থ 'অনেক লোকের পিতা'। (তৌরাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৪৫)।
১৪. তৌরাত শরীফ, ঐ, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭।
১৫. ঐ; পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮।
১৬. ঐ; পৃষ্ঠা ৫৮।
১৭. ঐ; পৃষ্ঠা ৬০-৬১।
১৮. পবিত্র কোরআনুল করিম ; ঐ, পৃষ্ঠা ১১৪৯।
১৯. ঐ; পৃষ্ঠা ৬৩৬।

২০. ঐ; পৃষ্ঠা ১২৯৮।

২১. ঐ; পৃষ্ঠা ৮৩৫।

২২. ঐ; পৃষ্ঠা ৩৯৪।

২৩. ঐ; পৃষ্ঠা ১১৫৩।

২৪. ঐ; পৃষ্ঠা ৮৭৯।

২৫. ঐ; পৃষ্ঠা ১০২৭।

২৬. ঐ; পৃষ্ঠা ৭২১।

২৭. ঐ; পৃষ্ঠা ১১৪৯।

২৮. টিকা : মিসরের সম্রাট ফেরাউন কেন তার কন্যা হাজেরাকে ইব্রাহিম স্ত্রী সারার খেদমতে দান করবেন : এর কোনো সদুত্তর নেই; তাছাড়া ফেরাউন, কততম ফেরাউন? এবং ওই ফেরাউনের নাম কি ছিলো তারও কোনো সঠিক উত্তর তাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়।

২৯. পবিত্র কোরআনুল করীম, ঐ, পৃষ্ঠা ১১৫১-১১৫৩।

৩০. কোরআন শরীফ, অনুবাদক- মোহাম্মদ আলীহাসান, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার (পূর্বপাকিস্থান), ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৪২২।

৩১. তৌরাত শরীফ, ঐ, পৃষ্ঠা ৫৭।

৩২. ইঞ্জিল শরীফ, ঐ, পৃষ্ঠা ৫৭।

৩৩. ঐ; পৃষ্ঠা ৫০৮।

৩৪. ঐ; পৃষ্ঠা ৫০৮।

৩৫. কোরআন মজীদ; ঐ, পৃষ্ঠা ৯৩২।

৫৫৫৫৫৫